দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL. 1 5 1999

পৃঃ 2 কলাম 2

64

দৃষ্টি আকর্ষণ

বর্তমানে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ থেকে কৃষি বিষয়ে পাঠদানের জন্য কৃষি শিক্ষক/কৃষি শিক্ষিকা নিয়োগের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় কৃষি শিক্ষক/কৃষি শিক্ষিকার শিক্ষাগতযোগ্যতা চাওয়া হয় কৃষি ডিপ্লোমা/বিএসসি (জীব)। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য কৃষি বিজ্ঞান

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

(... পাতার পর)

...য় রয়েছে তা যথাযথভাবে ...র জন্য কৃষি শিক্ষক হিসাবে ... চাওয়া উচিত কৃষি ডিপ্লোমা/ ...সি (এজি) অনার্স। কারণ ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০... পর্যন্ত পাঠ্য কৃষি বিষয়ক বইসমূহে যে সমস্ত পাঠ রয়েছে সেগুলো উল্লিখিত শিক্ষাগতযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কৃষি কলেজ/কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে-কলমে (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অন্য কোন কোর্সে সেগুলো পড়ানো হয় না। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিএসসি (জীব) ডিগ্রীধারীকে কৃষি শিক্ষক হিসাবে আবেদনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে এবং নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন বিদ্যালয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হচ্ছে অত্যন্ত সুকৌশলে। এ ক্ষত্রে ইন্টারভিউ নেয়ার সময় লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্ন করা হয় বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক ও সাধারণ জ্ঞান থেকে। কৃষি বিষয়ক প্রশ্ন করা হয় অত্যন্ত কম। বিএসসি (জীব) ডিগ্রীধারিগণ প্রতিটি ক্লাসে বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করে থাকেন। কিন্তু কৃষি ডিপ্লোমায় উক্ত বিষয়গুলো পড়ানো হয় না। ফলে বিএসসি ডিগ্রীধারিগণ উক্ত বিষয়গুলো নিয়মিত চর্চা করেন আর ডিপ্লোমাধারিগণ চর্চার অভাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে যা জানতেন তাও ভুলতে থাকেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই উক্ত বিষয়গুলো (বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক) ইন্টারভিউতে বিএসসি ডিগ্রীধারিগণ কৃষি ডিপ্লোমাধারিগণের চেয়ে ভাল করেন। অপর পক্ষে কৃষি ডিপ্লোমাধারিগণ কৃষি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিলেও অন্য বিষয়গুলোতে তুলনামূলকভাবে ভাল করেন না বলে ইন্টারভিউতে বিএসসি (জীব) ডিগ্রীধারীদের সমান নম্বর পান না। ফলে বিজ্ঞপ্তিতে কৃষি ডিপ্লোধারীদের অগ্রাধিকার দেয়ার কথা থাকলেও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ইন্টারভিউর অজুহাত দেখিয়ে তা লঙ্ঘন করেন এবং নিজেদের পছন্দমতো (আগে থেকে ঠিক করা) লোককে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। এবং প্রহসনের ইন্টারভিউর মাধ্যমে তা বৈধ করেন। –মোঃ আলী আজগর, খাগড়াছড়ি বাজার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।